নিশিকুটুম্ব

অকাদেমী পুস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

১৯৬৬ সাল

নিশিকুটুম্ব
মনোজ বসু

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

নিশিকুটুম্ব	মনোজ বসু
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	ময়ূখ বসু ও মৈনাক বসু
প্রচ্ছদ	পরাগ ওয়াহিদ
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৩
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	১১৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ

©	Moukh Basu & Moinak Basu
Nishikutumbo	
(A Novel by)	Manoj Basu
Cover Design	Porag Wahid
First Pubished	February 2023
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	1150.00 Tk only
ISBN	978-984-96992-3-1
E-mail	nalonda71 @gmail.com

আমার পিতৃদেব

রামলাল বসুর

পুণ্যস্মৃতিতে

এত শৈশবে তাঁকে হারিয়েছি যে চেহারাই মনে করতে পারিনে। তাঁর পদ্য ও গদ্য রচনার মধ্যেই যৎসামান্য পিতৃসান্নিধ্য পেয়েছি।

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব
দ্বিতীয় পর্ব

Let a man go down as low as possible, there must come a time when out of sheer desperation he will take an upward curve and learn to have faith in himself.

Swami Vivekananda

He was alone with the grey Python Night...He met with his bare Spirit naked Hell...None can reach Heaven who has not passed to Hell.

Sri Aurobindo

প্রথম পর্ব

এক

গায়ের উপর মৃদু স্পর্শ। বাহুর উপর, বাহু থেকে গলায়, তারপর কোমরের দিকটায়। জানি গো জানি— তোমার হাতের আঙুল। চঞ্চল আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরীসৃপের মতো।

ঘুমের মধ্যে আশালতার মুখে হাসি খেলে যায়। সর্বাঙ্গ শিরশির করে। ঝিমিয়ে আসে আরও যেন চেতনা। হাত একটা বাড়িয়ে দেয় পুরুষের দিকে। কাছে টেনে আনে। একেবারে কাছে। হবে এই রকম, সাহেব তা জানে। ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

নাম হলো গণেশ, সাহেব-সাহেব করে সকলে। আরও পরে অঞ্চলময় এই নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল, সকলের আতঙ্ক— সাহেব চোর।

হাতের বেষ্টনে আশালতা কঠিন করে বেঁধেছে। যুবতি মেয়ের দেহের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে আছে সাহেব। মেয়েমানুষের কোমল অঙ্গের উষ্ণ স্পর্শ নয়— কাঠ একটুকরো। অথবা খুব বেশি তো তুলোর পাশবালিশ একটা। এ-ও নিয়ম। নিঃসাড় হয়ে খানিক পড়ে থেকে ভাব বুঝে নেবে। তারপরে কাজ।

ঘর অন্ধকার। যত অন্ধকার, তত এরা ভালো দেখে। চোখ জ্বলে মেনি বিড়ালের মতো, সময়বিশেষে বন্য বাঘের মতো। মেয়েটা কালো কি ফরসা ধরা যায় না, কিন্তু ভরভরন্ত যৌবন। নিশিরাত্রে বিশাল খাটের গদির বিছানায় যৌবনে যেন ঢেউ দিয়েছে, দেহ ছাপিয়ে যৌবন উছলে পড়ে যায়। কিন্তু এসবে গরজ নেই কিছু। কোমরের সোনার চন্দ্রহার বেরিয়ে পড়ে চিকচিক করছে, যতটা দেখা যায় দুরকম— একালের নেকলেশ, সেকালের কণ্ঠমালা। বেশিও থাকতে পারে। হাতে কঙ্কণ, বাহুতে অনন্ত, কানে কানপাশা। হাত বুলিয়ে দেখে নিয়েছে সাহেব, হাতের স্পর্শে ওজনেরও মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছে। দিব্যি ভারীসারি জিনিস। হবেই— নবগ্রামের সেন-বাড়ির বউ যে। সেনরা পুরনো গৃহস্থ, টাকাকড়ির বড় দেমাক। সেই বাড়ির শঙ্করানন্দ সেনের সঙ্গে আশালতার বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। খুঁজিয়াল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছে, অতিশয় পাকা লোক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, তার খবরে ভুল থাকে না।

দোজপক্ষের বর শঙ্করানন্দ— বিয়ের আগে বুড়ো বর বলে ভাংচি পড়েছিল। কন্যাপক্ষের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়-স্বজনরা দোমনা হলেন, শুভকর্মে টালবাহানা হলো খানিকটা। কিন্তু মিথ্যা রটনা, দুটো-পাঁচটার বেশি বরের মাথায় চুল পাকে নি। হিংসা করে লোকে বুড়ো বুড়ো করছিল। বিয়ের

পরে এবার সেনরা তার শোধ তুললেন। নতুন বউকে আগাগোড়া সোনার মড়ক করে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছেন। মেয়ের সুখ দেখুক সেই হিংসুকেরা, দেখে জ্বলেপুড়ে মরুক।

হয়েছে ঠিক তাই। আশালতা বাপের বাড়ি পা দিতে খবর হয়ে গেল। বউমেয়েরা ভেঙে এসে পড়ে। তাকে দেখতে নয়— পাড়ার মেয়ে, চিরকালই দেখে আসছে, নতুন করে কী দেখবে আবার। দেখছে গয়না। হাতের গয়না, কানের গয়না, সিঁথির গয়না, খোঁপার গয়না, গলার গয়না, কোমরের গয়না, পায়ের গয়না— দেখে সব হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নিজে দেখে, অন্যকে দেখায়। মুখ সিঁটকায় : ওমা, সেকেলে প্যাটার্ন, ঠাকুরমা-দিদিমারা পরতেন, আজকাল কেউ পরে না এ জিনিস। আবার তারিফও করছে : সে যাই হোক, মালে আছে কিন্তু। আজকালকার ফঙ্গবেনে জিনিস নয়।

বলছে হেসে হেসে বটে, মনের মধ্যে বিষের জ্বালা। মেয়েটা সেদিন সাদামাটা অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি গেল, আজ দুপুরে রাজরাজেশ্বরী হয়ে ফিরেছে, দেখ। সারা বিকেল পাড়াশুদ্ধ আনাগোনা, রাত্রি হয়ে গেল তখন অবধি চলছে। এরই মধ্যে এক গণকঠাকুর এসে গেছেন বাড়িতে— ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। অতি মহাশয় ব্যক্তি তিনি। এই তল্লাটে ঘুরছেন কয়দিন। আজ সকালে গাঁয়ের ঘাটে এসেছেন। আশালতার হাত দেখে আশীর্বাদ করে গেছেন : বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুখ-সৌভাগ্যের সীমা থাকবে না তোমার মা, কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি। আশীর্বাদ করে যথারীতি প্রণামি নিয়ে গেছেন। তাঁর যা করণীয়, সন্ধ্যার আগে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

রাত দুপুরে এইবার সাহেবদের কাজ। ডেপুটি অপেক্ষা করছে বাঁশবাগানের অন্ধকারে। আরও দূরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সতর্ক পাহারাদার। আজ রাত্রের কাজখানার কারিগর সাহেব। কিন্তু খাটের উপর আশালতার কঠিন বন্ধনে সে বাঁধা পড়ে আছে। তবু তো দেখেনি মেয়েটা, কী রূপ ধরে এই পুরুষ। ফরসা ধবধবে দেহবর্ণের জন্য নাম হয়ে গেল সাহেব। সাহেব একেবারে মড়া হয়ে পড়ে আছে— নিশ্বাসটাও পড়ে কি না পড়ে। অজগর সাপে পেঁচিয়ে ধরেছে যেন। অজগরের কবল থেকে এমনি কায়দায় বাঁচতে হয়— জোরজারি করতে গেলে উলটো ফল। ছোবল দেয়।

সত্যি সত্যি ঘটেছিল তাই এক নিশিরাত্রে। সাহেব শোলমাছ ধরতে গিয়েছিল কুঠির দিঘিতে। ফুলহাটা গাঁয়ে সেকালের নীলকর সাহেবদের শৈবালাচ্ছন্ন বিশাল দিঘি। ছিপে বেঙ গেঁথে পাড়ের জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে সাহেব জলের উপর নাচাচ্ছে। পায়ের উপর এমনি সময় ঠান্ডা স্পর্শ। এই জঙ্গলে জাত গোখরো কালাজ কেউটে কত যে আছে, সীমাসংখ্যা নেই।

তাদের একটি নিঃসন্দেহে। সাহেব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, একবিন্দু নড়াচড়া করে না। দুখানা পায়ের পাতার উপর দিয়ে সাপ ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে গেল গাছের শিকড় বা অমনি একটা কিছু ভেবে। চলে গেছে, তখনও সাহেব অচল অনড়। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জায়গা থেকে সরে এল। আজকেও অবিকল তাই।

উঁহুঁ, তার বেশি। সাপের চেয়ে যুবতি মেয়েমানুষের কবল বেশি শক্ত। শুধু চুপচাপ থেকে হবে না, আলতো ভাবে আঙুল বুলাতে হবে গায়ে— আদর-সোহাগ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাঁচটা আঙুলের ডগা বেয়ে। এবং মুখে নিদালি-বিড়ি— প্রয়োজন মতো ধোঁয়া ছাড়বে। চুপিসারে এরই মধ্যে কাজ চলেছে। শিকার বল কিংবা মক্কেল বল সে মেয়ে ব্যাপার কিছু বুঝতে পারে না— নিজেকে এলিয়ে দিয়ে আরও সুবিধা করে দিচ্ছে কাজের। জোঁক ধরলে যেমন হয়— দু-মুখ দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে, সে কি টের পায়? সুড়সুড় করছে ক্ষতস্থানে, আরাম লাগছে। হাত দুটো জোঁকের দুই মুখের মতো হতে হবে, ওস্তাদ বলে দিয়েছে।

দুটো হাতই ব্যস্ত এখন সাহেবের। বাঁ-হাতটা আদর বুলাচ্ছে, ডান হাতের ক্ষিপ্র আঙুলগুলো ইতোমধ্যে নেকলেশ, চন্দ্রহার, কঙ্কণ একটা একটা করে খুলে সরিয়ে নিল। গা খালি হয়ে গেল— কিছুই টের পায় না মেয়ে, আবেশে চোখ বুজে আছে। হাতের এমনিধারা মিহি কাজ। শুধু সাহেবই পারে, আর পারতেন বোধহয় সেকালের মুরুব্বিদের কেউ কেউ। আজকাল ওসব নেই, কষ্ট করে কেউ কিছু শিখতে চায় না। নজর খাটো— সামনের মাথায় ক্ষুদকুঁড়ো যা পেল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে অবসর। কাজেরও তাই ইজ্জত থাকে না— বলে, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি। সেকালে ছিল— চোর মানেই চতুর, চুরি হলো চাতুরী।

চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা— বড় নাম এমনি হয় নি। অতিশয় কঠিন বিদ্যা। এ লাইনে দিকপাল হতে হলে ওস্তাদের কাছে রীতিমতো পাঠ নিতে হতো। পরীক্ষা দিতে হত। সাদা কাগজে খানিকটা কালির আঁকজোক কেটে বি-এ এম-এ-র মতো পরীক্ষা নয়। সাহেবের ওস্তাদ পচা বাইটা— পরীক্ষায় পাশ করে তবে তার বাইটা' খেতাব। সে যে কী ভীষণ পরীক্ষা— কিন্তু থাক এখন, ওস্তাদের মুখেই শোনা যাবে যথাসময়ে। এবং সাহেবকে কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হলো ঐ বাইটা মশায়ের কাছে— । আসবে সে কথা পরে, সময়ে বলব।

সাহেব নিঃসাড়ে পড়ে আছে। কাজ চুকেছে, নড়াচড়ার জো নেই। সেই মাছ ধরতে গিয়ে সাপ পায়ে ওঠার অবস্থা। যতক্ষণ না যুবতি নিজের ইচ্ছায়

বাহুর বাঁধন খুলে দিচ্ছে, ততক্ষণ পড়ে থাকবে এমনি। হলো তাই— একসময় হতেই হবে— হাত সরিয়ে নিয়ে আশালতা নড়েচড়ে ভালো করে শুল। সুড়ুৎ করে সাহেব উঠে পড়ে তখনি। দুয়োরের খিল খুলে রেখে দিয়েছে, টিপিটিপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধীরেসুস্থে সমস্ত, তড়িঘড়ির কিছু নয়। বেরিয়ে পড়ে এক লহমার মধ্যে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায়।

যুবতি আবেশে বিহ্বল। অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে কথা ফুটল এইবার। ফিসফিসিয়ে বলে, ঘুমুলে? চোখ মেলল। ধ্বক করে অমনি মনে পড়ে যায়, শ্বশুরবাড়ি কোথা— এ যে বাপের বাড়ি। একে একে সমস্ত মনে পড়ে : নবগ্রাম থেকে আজ দুপুরে বাপের বাড়ি জুড়নপুর চলে এসেছে। শঙ্করানন্দ তাকে জুড়নপুরের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে সেই পানসিতে খুলনা সদরে চলে গেল। সম্পত্তিঘটিত জরুরি মামলা সেখানে। কাল নিশিরাত্রে কথা কাটাকাটি এই নিয়ে। আশালতা বলেছিল, যেও না, অসুখ হয়েছে বলে মামলায় সময় নাও। শেষটা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ল, বর অশেষ রকমে চেষ্টা করেও সে মান ভাঙাতে পারে নি। তার পরে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর কিছু সে জানে না। সকালবেলা চক্ষু মুছে উঠেই রওনা হবার তোড়জোড়। শঙ্করানন্দ বলে গেছে, বাড়ি ফেরার মুখে শ্বশুরবাড়ির ঘাটে নামবে একবার, নেমে একটা দিন অন্তত থেকে দেখেশুনে যাবে। তার এখনো ছয়-সাত দিন দেরি। আর কয়েকটা দিনের অভ্যাসে আশালতা কিনা আজ রাত্রেই ভিন্ন এক পুরুষকে সেই মানুষ ভেবে— ছি-ছি-ছি!

ছি-ছি করে জিভ কাটে। সত্যি সত্যি ঘটেছে, অথবা ঘুমের ভিতর আজব স্বপ্ন একটা? উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি আশালতা আলো জ্বালে। দক্ষিণের পোতার ঘরে ছোটবোন শান্তিলতাকে নিয়ে শুয়েছে। বড় খাটের শেষ প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে শান্তি ঘুমাচ্ছে বিভোর হয়ে— এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছু জানে না। খোলা দরজা হাঁ-হাঁ করছে! কেমন একটা গন্ধ গন্ধ ঘরের মধ্যে— অতি মধুর। আর দেখে, জানলার ঠিক নিচে সিঁধ।

চোর, চোর! চোর এসেছে—

আচমকা চেঁচামেচিতে শান্তিলতা ধড়মড়িয়ে উঠে দিদিকে জড়িয়ে ধরে। থরথর কাঁপছে, কুক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। বাড়িসুদ্ধ তোলপাড়। বড় ভাই মধুসূদন লাফ দিয়ে উঠানের উপর পড়ল। ভাজ ছুটে এসে তার হাত এঁটে ধরে। চার বছরের ছেলেটাও দেখি ঘুম ভেঙে দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। মধুসূদনের মা গিয়ে তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন। চাকর মাহিন্দারেরা বাইরে-বাড়ি থেকে ছুটে এল। কর্তামশায়ের ওঠার অবস্থা নেই, পুবের ঘর থেকে তুমুল চিৎকার করছেন তিনি।

কোন দিকে গেল চোর? কতক্ষণ পালাল? দাঁড়িয়ে কী গুলতানি হচ্ছে, বাইরে গিয়ে দেখ সব। নিয়েছে নাকি কিছু? কী কী নিল?

এইবারে আশালতার খেয়াল হচ্ছে, কোমরের চন্দ্রহারটা নেই। পুরানো ভারী জিনিস, অনেক সোনা— বুড়ি দিদিশাশুড়ি এই দিয়ে নতুন বউয়ের মুখ দেখেছিলেন। গলার নেকলেশটাও নেই যে! একটা হাতের কঙ্কণ নেই। এ দুটো শঙ্করানন্দের আগের স্ত্রীর গয়না। ডান হাত চেপে কাত হয়ে ছিল, একটা কঙ্কণ তাই রক্ষে পেয়েছে।

মধুসূদন ওদিকে হাত ছাড়াবার জন্য ঝুলোঝুলি। বউয়ের উপর তড়পাচ্ছে : ছাড়ো বলছি। অপমানের একশেষ। বলি, বাড়িটা আমাদের না চোরের? যেখানে থাকুক টুঁটি চেপে ধরব। আকাশে উঠুক আর সাগরে ডুবে যাক, আমার কাছে পার পাবে না।

বউ প্রাণপণে ধরে থাকে। মুখের কথাই শুধু নয়, মানুষটা সেই রকমের বটে। রোগা দেহ, বলশক্তিও তেমন নেই, কিন্তু দুনিয়ার উপর কিছুই পরোয়া করে না। কপালখানা জুড়ে কাটা দাগ— সে চিহ্ন কোনোদিন মুছবার নয়, একবারের গোঁয়ার্তুমির পরিণাম। হাড়মাংস কেটে ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, যমে-মানুষে টানাটানি করে বাঁচিয়েছে, কিন্তু শিক্ষা হয়নি কিছুমাত্র। ছাড়া পেলেই ধনুক থেকে ছোড়া তিরের মতো অন্ধকারে ঝাপিয়ে পড়বে।

বউ বোঝাচ্ছে : একজন দুজন নয় ওরা, দল বেঁধে আসে। তলোয়ার-ছোরা সঙ্গে রাখে। সেবারে মাথা ফাটিয়েছিল, গলা কেটে নেবে কোনো দিন।

মধুসূদন গর্জে ওঠে : অসতের সঙ্গে লড়ে প্রাণ যাবে তো যাক। সে মরণে পুণ্যি আছে।

বউ রেগে উঠে ব্যঙ্গের সুরে বলে, কাজকর্ম না থাকলে বড় বড় বচন আসে অমনি। মাথার উপরে সব রয়েছেন, সংসারের কুটোগাছটি ভাঙতে হয় না তো!

আশালতা হাপুসনয়নে কাঁদছে। গয়নার শোক বড় শোক মেয়েদের কাছে। অঙ্গ একখানা কেটে নাও, খুব বেশি আপত্তি নেই। কিন্তু সেই অঙ্গের গয়নাখানা অতি-অবশ্য খুলে রেখে যেও। মা বকছেন : একটা একটা করে এতগুলো জিনিস গা থেকে খুলল, টের পেলি নে তুই। ঘুমাচ্ছিলি না মরেছিলি?

কেমন করে খুলে খুলে নিয়েছে সে তো মরে গেলেও বলা যাবে না। যা মনে আসে মায়ের কাছে সেই রকম বলে যাচ্ছে : কঙ্কণে টান পড়তেই তো ধড়মড়িয়ে উঠলাম মা। কে-কে— করছি, দুড়দাড় করে পালিয়ে গেল। যদি টের না পেতাম, গয়নার একখানাও থাকত নাকি?

গয়নার দুঃখ আছে কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ, মেয়েমানুষের জীবনে সকলের বড় যে গয়না অচেনা পুরুষ এসে তার খানিক তচনচ করে দিয়ে গেল। খানিকটা তো বটেই। আশালতা তাই হতে দিয়েছে, নিজেই যেচে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। সেই বুক ফেটে চৌচির হবে, কিন্তু কোনোদিন মুখ ফুটবে না কারও কাছে।

চোরের নামে পাড়াপ্রতিবেশী এসে জুটছে। সিঁধের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কেউ কেউ। বড় বাহারের সিঁধ গো! দেখ দেখ— জানলার গবরাটের নিচে মাটির দেয়াল আধখানা চাঁদের মতো কেটেছে। কেটেছে যেন কম্পাস ধরে, একচুলের এদিক-ওদিক নেই। হাত কত চোস্ত হলে তাড়াতাড়ির মধ্যে এমন নিখুঁত গর্ত হয়।

কাজের প্রশংসা সাহেব কানে শুনছে না— কিন্তু জগবন্ধু বলাধিকারীর গল্পের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারী, হেন শাস্ত্র নেই যা তাঁর অজানা। সাহেব তার বড় অনুরক্ত। মৃচ্ছকটিক নাটকের গল্প। ব্রাহ্মণ-ঘরের ছেলে শর্বিলক এদিকে চতুর্বেদ বিশারদ, আবার চোরও তেমনি পাকা। চারুদত্তের বাড়ি সিঁধ কেটে গয়না নিয়ে গেছে। গচ্ছিত-রাখা গয়না সমস্ত— কী নিয়ে গেছে, ক্ষতির বিবেচনা পরে। চারুদত্ত মুগ্ধ হয়ে সিঁধ দেখছে— সত্যিকারের শিল্পকর্ম একটি। সাহেবদেরও তেমনি কতকটা— হাতের কাজের তুলনা নেই। জাত-কারিগরের কাজ।

পাড়ার এক গিন্নি করকর করে ওঠেন : কেমনধারা আক্কেল তোমার আশার মা! সোমত্ত মেয়ে তার এক-গা গয়না— কী কী নিয়ে গেল শুনি? সেই চন্দ্রহার, বল কী, অনেক দামের জিনিস গো, বিস্তর সোনা—

বিকেলবেলা ইনিই কিন্তু অন্যকে চোখ টিপে বলেছিলেন, সোনা না কচু। গিল্টি। কাপড়ের নিচে কোমরে পরবে, কেউ চোখে দেখবে না, সোনা কেন দিতে যাবে? সোনায় গিনি গেঁথে তার চেয়ে সিন্দুকে রাখবে। বলেছিলেন এমনি সব। সেই চন্দ্রহার চুরি যাওয়ায় মনে মনে আরাম পাচ্ছেন। বলছেন আক্কেল বলিহারি! সোমত্ত মেয়েটাকে ঐটুকু এক গুঁড়ো মেয়ের হিল্লেয় আলাদা করে দিয়েছ। তবু ভালো যে শুধু গয়নার উপর দিয়েই গেছে—

অপ্রতিভ হয়ে মা বলছেন, বললাম তো আমি শুই তোর সঙ্গে, শান্তিলতা বাপের কাছে থাকুক। মেয়ে আড় হয়ে পড়ল, ঠেলে পাঠিয়ে দিল পুবের ঘরে। আজকালকার মেয়ে কারও কি কথা শোনে!

আশালতা কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। রাত্তিরবেলা কখন কী দরকার হয়—

মধুসূদনের বউ বলে, আমিও তো বলেছিলাম ভাই—